উন্নত ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা

সংকল্প পত্র

২০২৩

সংকল্প পত্র ২০২৩

ডাউনলোড করতে QR কোড স্ক্যান করুন

পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিন বিজেপিকে জিতিয়ে দিন

INDEX

05	মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা
06	প্রদেশ সভাপতির বার্তা
07	ম্যানিফেস্টো কমিটি চেয়ারম্যানের বার্তা
08	ত্রিপুরায় বিজেপির অন্যতম সাফল্য
11	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার প্রধান লক্ষ্য
16	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ মহিলা
20	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ জনজাতি
24	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ কৃষক
29	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ যুব
33	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য
37	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ সু-শাসন
40	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক উন্নয়ন
43	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ পরিকাঠামো
48	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ সবার বিকাশ
53	উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি এবং পর্যটন

তেইশে আবার
বিজেপি সরকার
বিজেপি, ত্রিপুরা প্রদেশ

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,

আপনার হয়তো মনে আছে, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে আমাদের দিগন্ত ঢাকা পড়েছিল কালো মেঘে, যার ফলে থমকে গিয়েছিল রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন। ২০১৮ সালের মার্চে সেই কালো মেঘ কেটে যায়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির যোগ্য নির্দেশনায় ত্রিপুরা সরকার এগিয়ে চলেছে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন করেছে।

ত্রিপুরা সরকার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৬.১৯ লক্ষ মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছে, জল জীবন মিশনের অধীনে ৪ লক্ষের বেশি পরিবার পেয়েছে পানীয় জলের সংযোগ এবং পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় ₹৬,০০০ আর্থিক সহায়তা পেয়েছে ২.৪ লক্ষের বেশি কৃষক। এছাড়াও, পিএম আবাস যোজনার আওতায় ২০১৮ সাল থেকে ৩.৩৭ লক্ষের বেশি বাড়ি মঞ্জুর করা হয়েছে, ২০১৮ সালে আগে সংখ্যাটি ছিল মাত্র ২৪,০০০। ১২৫টি বিদ্যমান বিদ্যালয়কে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ আধুনিক বিদ্যালয়ে উন্নিত করতে আমরা মিশন বিদ্যাজ্যোতি চালু করেছি।

এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে 'শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আত্মবিশ্বাসী, যে আমাদের পাঁচ বছরের উন্নয়নের ভিত্তিতে, ত্রিপুরার জনগণ আগামী নির্বাচনে আমাদের প্রিয় 'পদ্মফুল' প্রতীকে ভোট দিয়ে আবারও বিজেপিকে বেছে নেবেন।

ধন্যবাদান্তে

ডাঃ মানিক সাহা

মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

বিজেপি রাজ্য সভাপতির বার্তা

প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,

আমাদের রাজ্যে আজ উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির সমার্থক হিসাবে পরিচিত হয়েছে বিজেপি। বিগত পাঁচ বছরে একাধিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা এবং সমর্থনে ভরে উঠেছে আমাদের দল।

"উন্নত ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সংকল্প পত্র ২০২৩" আদতে আপনাদের অর্থাৎ ত্রিপুরাবাসীর ইচ্ছা, স্বপ্ন এবং আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি। সংকল্প পত্র ২০২৩-এর মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের চাহিদা পূরণ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য, নিরাপত্তা, সশক্তিকরণ - অর্থাৎ, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির সুনিশ্চিত পরিকল্পনা এখানে নেওয়া হয়েছে।

আমি নিশ্চিত যে "উন্নত ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সংকল্প পত্র ২০২৩" ত্রিপুরার মানুষের এক নিরাপদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রেরণা যোগাবে। আমি এটাও নিশ্চিত যে ত্রিপুরার মানুষ আসন্ন সমস্ত নির্বাচনে একযোগে আমাদের পার্টিকে সমর্থন করে ভোটদান করবেন। আসন্ন নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষ আমাদের পার্টিকেই নির্বাচিত করবেন। আগামী ভবিষ্যৎকে আরো উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে এবং উন্নত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে আরো একবার বিজেপিকে নির্বাচিত করুন।

ধন্যবাদান্তে

শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য

সভাপতি, বিজেপি ত্রিপুরা

ম্যানিফেস্টো কমিটি চেয়ারম্যানের বার্তা

"যখন মন, হৃদয় এবং সংকল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে, তখন কোনও কিছুই অসম্ভব নয়" - **ঋগ্বেদ**

প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,

দলের কার্যকর্তাদের এই অসাধারণ দলকে নেতৃত্ব দিয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি, যারা কাজটি আন্তরিকভাবে, নিজেদের বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ করছে। আমি বিজেপি নেতৃত্বদের কাছে কৃতজ্ঞ, যে আমাদের এই দুর্দান্ত সুযোগটি দেওয়া হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রকাশিত বিবৃতিই হল সংকল্প পত্র।

সংকল্প পত্র তৈরির সময়, আমরা শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কর্মচারী, যুবক, তফসিলি সম্প্রদায়ের সদস্য, ধনী, দরিদ্র, ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার, নার্স, রিকশাওয়ালা, গাড়ির চালক সবার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমরা রাজ্য জুড়ে সাজেশন বক্সের ব্যবস্থা করেছিলাম এবং অসংখ্য সভা ও আলোচনা করেছি। অবশেষে, হাজার হাজার পরামর্শও পেয়েছি আমরা। এই মহান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, এই সংকল্প পত্র আগামী ৫ বছরে বিজেপির জন্য পথ-প্রদর্শক হয়ে উঠুক। আমরা এই সংকল্প বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কাজ করব।

ধন্যবাদান্তে

ডাঃ অশোক সিনহা, সংকল্প পত্র কমিটির চেয়ারম্যান

শ্রী রেবতী ত্রিপুরা, সাংসদ, সদস্য

ডাঃ দিলীপ দাস, বিধায়ক, সদস্য

শ্রীমতি নীলিমা সাহা, সদস্য

ডাঃ জহর লাল সাহা, সদস্য

শ্রী বিমল চাকমা, সদস্য

শ্রী সন্তোষ সাহা, সদস্য

ত্রিপুরায় বিজেপির অন্যতম সাফল্য

প্রধান বিষয়গুলি

- **প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার** অধীনে ৩.৩৭ লক্ষেরও বেশি বাড়ি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ২.৫৪ লক্ষ বাড়ি নির্মিত হয়েছে।
- আয়ুষ্মাণ ভারত যোজনার আওতায় ১৩.৮ লক্ষ সুবিধাভোগীকে ₹৫ লক্ষ স্বাস্থ্য বীমা প্রদান করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পে ₹১০৬ কোটি খরচ করা হয়েছে।
- **জল জীবন মিশনের** আওতায় ৪ লক্ষের বেশি পরিবার পেয়েছে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ।
- প্রবীণ নাগরিক এবং বিধবাদের মাসিক পেনশন ₹১,০০০ থেকে বাড়িয়ে ₹২,০০০ করা হয়েছে, যার ফলে ৩.৮ লক্ষ সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছে।
- ৯৪৩টি বিদ্যালয়ে **ককবরক**, ৫৮টি বিদ্যালয়ে **চাকমা** এবং ৪৯টি স্কুলে **হালাম-কুকি** চালু করা হয়েছে।
- **₹৫০৮ কোটি** ব্যয়ে ২.৪ লক্ষ কৃষককে পিএম কিষান সম্মান নিধির আওতায় বছরে ₹৬,০০০ প্রদান করা হয়েছে।
- **₹২৪৩ কোটি** ব্যয়ে ১.৩ লক্ষ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে, যার ফলে ৭০,০০০-এর বেশি কৃষক উপকৃত হয়েছে।
- মহিলাদের জন্য সমস্ত সরকারি চাকরিতে ৩৩% আসন সংরক্ষণ।
- ২৪,০০০ জনের বেশি লোককে সরকারি চাকরি প্রদান করা হয়েছে এবং ২০,০০০ এম.এস.এম.ই-তে ৩.৮ লক্ষের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- **সপ্তম বেতন কমিশন** কার্যকর হওয়ার ফলে উপকৃত হয়েছে ১.৯ লক্ষেরও বেশি সরকারি কর্মচারী।
- **₹১,৪৪০ কোটি** খরচে সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য ডিএ এবং ডিআর ৮% থেকে ২০% বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- **₹৪৫০ কোটি** ব্যয়ে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন নির্মাণ এবং ফেনী নদীর উপর মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মহিলা

- ২০১৮ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ৪,১০০ থেকে বৃদ্ধি করে ২০২২ সালে প্রায় ৩৯,৩৭০ হয়েছে এবং এর মাধ্যমে **৩.৫ লক্ষ** মহিলাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
- স্নাতক পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান।

জনজাতি

- ৪.১০ লক্ষ আদিবাসী পরিবারের উন্নয়নের জন্য **₹১,৩০০ কোটি** মূল্যের একটি বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রকল্প শুরু হয়েছে।
- সমস্ত জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রধান সমাজপতিদের ₹২,০০০ মাসিক সাম্মানিক প্রদান করা হয়েছে।

- অরণ্যে বসবাসকারী ১.২ লক্ষেরও বেশি মানুষকে জমির পাট্টা বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষক

- ₹১৮ কোটি ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার অধীনে ৮.৮ লক্ষ কৃষককে বীমা প্রদান করা হয়েছে।
- ₹১,৩৮৬ কোটি ব্যয়ে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ২.৭ লক্ষ কৃষককে জামানত মুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

যুব

- মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার মাধ্যমে ২৭,০০০ যুবক-যুবতীদেরকে স্মার্টফোন প্রদান করা হয়েছে।
- ১.২ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য

- ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিয়োজিত কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১,৪৮০ জন কর্মী থেকে বাড়িয়ে ২,১৭০ জন করা হয়েছে।
- রাজ্যে ২৪ ঘন্টা নিয়োজিত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ২০১৮ সালে ছিল ১৪৮টি এবং ২০২২ সালে করা হয়েছে ২৩৮টি।

সুশাসন

- প্রতি ঘরে সুশাসনের মাধ্যমে হাজার হাজার পরিবারকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৯ সাল থেকে রাজ্যে অপরাধের হার ২২ শতাংশ এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার ২৬.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
- ৮.৫ লক্ষ সুবিধাভোগীকে স্থানান্তকরণের মাধ্যমে কল্যাণ প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

- পারিবারিক মাথাপিছু আয় ৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০১৮ সালে পারিবারিক মাথাপিছু আয় ছিল ₹৯০ হাজার এবং ২০২২ সালে তা হয়েছে ₹১.৫৮ লক্ষ।
- সাব্রুমে রাজ্যের প্রথম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যা ৫ হাজার স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে।

পরিকাঠামো

- স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় ত্রিপুরা জুড়ে ইন্ডিভিজুয়াল হাউসহোল্ড ল্যাটরিন (IHHL) প্রকল্পে ৩.৪ লক্ষ শৌচাগার এবং ১৪৫টি কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে ৬৬০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে যা সমস্ত আবহাওয়ায় ৪৫০টি গ্রামকে যাতায়াতে সুবিধা প্রদান করছে।

সবার বিকাশ

- প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার অধীনে ৬.১৯ লক্ষ পরিবারকে ₹৬১.৮ কোটি ব্যয়ে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

সংস্কৃতি এবং পর্যটন

- ₹৪০ কোটি ব্যয়ে পুষ্পবন্ত প্রাসাদকে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য জাদুঘর এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে সংস্কার ও উন্নীত করা হচ্ছে।

উন্নত ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা
প্রধান অংশবিশেষ

মহিলা

- আমরা বালিকা সমৃদ্ধি প্রকল্প চালু করবো যার অধীনে একটি মেয়ে সন্তানের জন্মের জন্য আর্থিকভাবে দুর্বল প্রতিটি পরিবারকে ₹৫০,০০০ একটি শংসাপত্র প্রদান করা হবে।
- কলেজ পড়ুয়া মেধাবী ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করার লক্ষ্যে আমরা **মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা** চালু করবো।
- আমরা মুখ্যমন্ত্রী স্বসহায় ফান্ডের অধীনে **₹১,০০০ কোটি** বিনিয়োগ করবো যাতে করে স্বসহায়ক গোষ্ঠী ও তাদের পণ্যের প্রচার করা যায় এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী খোলার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করা যায়।
- আমরা **প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার** সমস্ত সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে ২টি করে এলপিজি সিলিন্ডার প্রদান করবো।
- আমরা **বীরাঙ্গনা ব্যাটালিয়ন** প্রতিষ্ঠা করবো, যা হবে রাজ্যের প্রথম সর্ব-মহিলা পুলিশ ব্যাটালিয়ন।
- আমরা মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার যোজনার অধীনে ₹৪,০০০ অতিরিক্ত নগদ অর্থ প্রদান করবো এবং সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র মাতৃত্বকালীন ওয়ার্ডের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করবো।

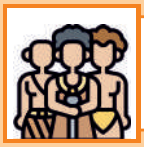

জনজাতি

- ১২৫-তম প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী বিলের কাঠামোর মধ্যে TTAADC-কে আমরা **বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন এবং অতিরিক্ত আইনী, কার্যনির্বাহী, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা** প্রদানের জন্য পুনর্গঠন করবো।
- ত্রিপুরার আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে প্রভাবিত না করে আমরা সমস্ত সাংবিধানিক, আইনি, কার্যনির্বাহী এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই **ঐতিহাসিক স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান** নিশ্চিত করবো।
- আমরা ১২৫-তম সংবিধান সংশোধনী বিলের পরিকল্পনা অনুসারে কাউন্সিলে দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করবো।
- আমরা কাউন্সিলের অন্তর্গত এলাকার **জনসংখ্যার অনুপাতে বাজেট বরাদ্দ** নিশ্চিত করবো এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তহবিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্থানান্তর করবো।
- কাউন্সিলের কাছে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তাবিত স্কিম সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি **সরাসরি যেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর ক্ষমতা** থাকে তা আমরা সুনিশ্চিত করবো।
- আমরা নিশ্চিত করবো যে **ককবরক ভাষা** বিষয়ক CBSE/ICSE এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ করা হবে।
- আমরা **কাউন্সিল এলাকায় বরিষ্ঠ এডিজিপি /**

আইজিপি স্তরের কর্মকর্তাদের পোস্টিং নিশ্চিত করব, যারা মুখ্য কার্যকরী সদস্যদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে।

- জনজাতিদের প্রথাগত আইন, বিভিন্ন প্রথা এবং রীতি রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য **কাউন্সিল এলাকায় কাস্টমারি কোর্ট** স্থাপন করতে কাউন্সিলকে অনুমোদন দিতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কাজ করব।
- আমরা সারা দেশের মধ্যে প্রধান শহরগুলিতে **কাউন্সিল ভবন** স্থাপন করব।
- আমরা ত্রিপুরা **জনজাতি বিকাশ যোজনা** চালু করব, যার অধীনে তফসিলি জনজাতি পরিবারগুলিকে তাদের জীবিকার সুযোগ বাড়াতে বার্ষিক ৫০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে মিলিতভাবে TTAADC-এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্লকে আমরা **একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল** নির্মাণ করবো।
- জনজাতি সংস্কৃতি ও অধ্যয়নের গবেষণা, প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য আমরা গন্ডাছড়ায় **মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠা করব।
- আমরা প্রধান সমাজপতিদের সাম্মানিক ভাতা প্রতি মাসে ₹২,০০০ থেকে বাড়িয়ে ₹৫,০০০ করবো।

কৃষক

- আমরা পিএম কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বর্তমানে প্রদত্ত ₹৬,০০০ থেকে বাড়িয়ে বার্ষিক ₹৮,০০০ করবো।
- ভূমিহীন কিষাণ বিকাশ যোজনার অধীনে আমরা সমস্ত ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি বছর ₹৩০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবো
- আমরা **ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের** অধীনে ধান সংগ্রহ বার্ষিক ৫০,০০০ মেট্রিক টন বাড়িয়ে দেব
- প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলির একটি সামগ্রিক কৃষি-পরিকাঠামো গড়ে তুলতে আমরা **₹১০০০ কোটি** টাকা বিনিয়োগ করবো
- আমরা সেচের সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য সমস্ত অগ্রগতিহীন প্রকল্পের দ্রুত সমাপ্তি এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করবো যাতে মোট সেচযুক্ত জমির বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা যায়
- আমরা ত্রিপুরা বাণিজ্যিক ফসল মিশনের মাধ্যমে ধুপ, বাঁশ এবং রাবার প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলিকে উন্নীত করতে **₹২০০কোটি টাকা** বিনিয়োগ করবো
- আমরা ত্রিপুরার আগর শিল্পের বিকাশ ও আধুনিকীকরণের জন্য **₹৫০ কোটি** টাকা ব্যয়ে একটি 'আগরবাত্তি মিশন' চালু করবো
- জ্ঞানের ভিত্তিকে আরও উন্নত করে তুলতে এবং বাঁশের ব্যবহারকে আরও উৎসাহিত করতে আমরা একটি ভারতীয় বাঁশ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবো
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে তুলতে এবং রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা বাম্বু মিশনের অধীনে **বাঁশ জাতীয় পণ্যের প্রদর্শনী** চালু করবো
- আমরা রাবার শিল্পকে উৎসাহিত করতে এবং এই শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে **₹৫০ কোটি** টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত মিনি রাবার মিশন চালু করবো

- **চা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট** স্থাপনে উৎসাহিত করতে, চা এর চাহিদার বাজার খুঁজতে এবং বিশ্ববাজারে চায়ের রপ্তানি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আমরা একটি চা ভিত্তিক শিল্প উদ্যান স্থাপন করবো
- মৎস্য সহায়ক যোজনার অধীনে আমরা সমস্ত জেলেদের বার্ষিক **₹৬,০০০** টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবো

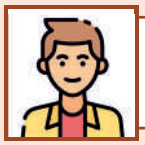

যুব

- আমরা ইতিমধ্যে **৬ লক্ষেরও বেশি** লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছি, এবং আমরা আগামী ৫ বছরে পর্যটন, পণ্য পরিবহন, শিল্প, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আগ্রহী সমস্ত যুবকদের নিজস্ব কর্মসংস্থান প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্য মাত্রা রাখবো
- আমরা প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বাবলম্বন প্রকল্পের অধীনে আগামী ৫ বছরে উদ্যোক্তাদের **₹১০,০০০** কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করার লক্ষ্য মাত্রা রাখবো
- স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা প্রতিটি মহকুমায় **টেগোর বিপিও** প্রতিষ্ঠা করবো।
- নতুন প্রজন্মের শিল্পের জন্য কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে অন্তত ৫০,০০০ যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দিতে আমরা **ত্রিপুরা কৌশল বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়** চালু করবো।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে ও রাজ্যে বিশ্বমানের ক্রীড়া সুবিধা সুনিশ্চিত করতে আমরা মন্টু দেবনাথ ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্পে **₹৫০০** কোটি টাকা ব্যয় করবো
- আমরা মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার সুযোগ আরও বাড়িয়ে তুলবো এবং প্রায় ৫০,০০০ মেধাবী কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্মার্টফোন প্রদান করবো
- আমরা **ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড** স্কিম চালু করবো যার মাধ্যমে উচ্চ-পদস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ব্যাঙ্ক থেকে **₹১০ লক্ষ** টাকা পর্যন্ত সুদ মুক্ত ঋণ পেতে পারবে
- আমরা **₹১৫০ কোটি** টাকা ব্যয়ে ত্রিপুরা নেশামুক্তি অভিযান শুরু করবো
- আগরতলায় **আইআইএসআর, আইআইটি এবং আইআইএম-এর** মতো শীর্ষস্থানীয় ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রকের সাথে একযোগে কাজ করবো
- **আর্যভট্ট আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে আমরা উত্তর ত্রিপুরাতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবো
- ত্রিপুরায় শিক্ষাগত পরিকাঠামোর পুনর্গঠন করতে **₹২০০০ কোটি** টাকা ব্যয়ে পিএম শ্রী এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে ৪০০টি সরকারি বিদ্যালয়ের আধুনিকীকরণ করবো আমরা

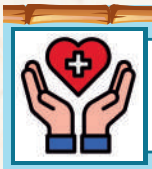

স্বাস্থ্য

- আমরা আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে প্রতিটি পরিবারের বার্ষিক আয়ের সীমা **₹৫ লক্ষ** থেকে দ্বিগুণ করে **₹১০ লক্ষ** করব

- আমরা আগরতলায় **চিকিৎসা বিজ্ঞানের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান (RIMS)** নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবো
- বর্তমান হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নত করতে আমরা ডাঃ রথীন দত্ত স্বাস্থ্য উন্নয়ন মিশনের অধীনে **₹২০০ কোটি** টাকা ব্যয় করবো
- আমরা গ্রামীণ অঞ্চলেও আপাতকালীন পরিস্থিতিতে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ২০০টি বাইক অ্যাম্বুলেন্সের পরিষেবা চালু করবো
- আমরা বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় ৫,০০০ এরও বেশি চিকিৎসা কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে রাজ্যে চিকিৎসা কর্মীদের প্রাপ্য পূরণ করবো

সুশাসন

- অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে **৮৫৬ কিলোমিটার** সীমান্ত এলাকায় **২৪ ঘণ্টা** নজরদারি ক্যাম্প সহ **আধুনিক সীমান্ত প্রাচীর** নির্মাণের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একযোগে কাজ করবো।
- নিয়মিত রাতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আমরা পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত নতুন পুলিশ প্রহরী এবং বাইক প্রহরী গাড়ি চালু করবো।
- প্রায় **৩ লক্ষ** সুবিধাভোগীকে সুবিধা প্রদান করে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রকল্পের ব্যাপক সাফল্যের পরে, আমরা পাহাড়ী জেলাগুলিতে অবস্থিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে সরকারী প্রকল্প এবং পরিষেবাগুলির আরও ভাল ভাবে পৌঁছে দিতে **প্রতি ঘরে সুশাসন 2.0** শুরু করবো।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

- আমরা ত্রিপুরার অর্থনীতিকে বৃহত্তর হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- আমরা আগামী ৫ বছরে ত্রিপুরায় প্রায় **₹৫০,০০০ কোটি** বিনিয়োগ করবো।
- আমরা ইতিমধ্যেই সাব্রুমে একটি বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করেছি। এছাড়াও আমরা রাবার, বাঁশ এবং আগর শিল্পকে কেন্দ্র করে শিল্প-নির্দিষ্ট **বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করবো।**
- আমরা সাব্রুম, গোমতী এবং নিশ্চিন্তপুরে মাল্টি-মোডাল লজিস্টিক পার্কগুলির নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ এবং কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করবো।
- আমরা ১০০% ক্রেডিট গ্যারান্টি অর্থায়ন সহ MSME এবং উদ্যোক্তাদের **₹১০ লক্ষ** পর্যন্ত সুদ-মুক্ত ঋণ প্রদানের জন্য **₹৫০০** কোটি বিনিয়োগ করবো।

পরিকাঠামো

- আমরা সড়ক, রেলওয়ে এবং এয়ারওয়েজ জুড়ে জটিল প্রকল্পগুলির একত্রিতভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে **ত্রিপুরা গতি শক্তি মাস্টার প্ল্যান** চালু করবো
- আমরা আগামী ৫ বছরে রাজ্যে রাস্তার পরিকাঠামো উন্নত ও আধুনিক করে তোলার জন্য **₹১,০০০ কোটি** টাকা ব্যয় করে ত্রিপুরা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপগ্রেডেশন প্রোগ্রাম চালু করবো

- আমরা **কৈলাসহরে কার্গো টার্মিনাল সহ গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর** নির্মাণ ও চালু করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবো
- আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একযোগে ২০২৫ সালের মধ্যে **প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা** গ্রামীণ এবং শহরের সমস্ত নথিভূক্ত সুবিধাভোগীদের জন্য সুলভ মূল্যের আবাসন তৈরী করবো
- আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একযোগে **জল জীবন মিশনের** অধীনে ২০২৪ সালের মধ্যে সমস্ত বাড়িতে নল বাহিত জলের সংযোগ প্রদান করবো
- গ্রামীণ পরিকাঠামো আরও উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা **₹৬০০ কোটি** টাকার ত্রিপুরা উন্নত গ্রাম তহবিল চালু করবো
- আমরা পরিকাঠামো, যোগাযোগ, পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবহন এবং জল সরবরাহ সহ শহুরে জীবনযাপনের জন্য সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধাযুক্ত টাউনশিপকে **স্মার্ট টাউন** হিসাবে গড়ে তুলবো

সবার বিকাশ

- আমরা তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের উপর বিশেষ জোর দিয়ে সমস্ত ভূমিহীন নাগরিকদের **জমির পট্টা** বিতরণ করবো
- আমরা আগরতলা এবং অন্যান্য শহরাঞ্চল জুড়ে **অনুকূলচন্দ্র ক্যান্টিন** স্থাপন করবো যাতে উৎপাদিত মূল্যে রান্না করা খাবার দিনে তিনবার করে খাবার প্রতি **₹৫** টাকা দরে প্রদান করা যায়
- আমরা সকল যোগ্য পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের সুবিধাভোগীদের প্রতি মাসে **বিনামূল্যে চাল ও গম** এবং বছরে চারবার উৎপাদিত মূল্যে **ভোজ্য তেল** প্রদান করবো।

- আমরা আবেদন জমা দেওয়ার **১৫ দিনের মধ্যেই জাতি শংসাপত্র** প্রদান করবো এবং সঠিক সময়ের মধ্যে জাতি শংসাপত্রের বিতরণ সুনিশ্চিত করবো
- আমরা ঝাড়খণ্ডের **দেওগড় এবং গোরখপুরের গোরখনাথে** স্বল্প মূল্যে ট্রেন ভ্রমণ, থাকার ব্যবস্থা এবং ভাতা সহ একটি বিশেষ প্যাকেজ চালু করবো
- সকল সরকারি কর্মচারীদের **নগদবিহীন চিকিৎসা সুবিধা** প্রদানের জন্য আমরা স্বাস্থ্য বীমা কার্ড প্রদান করবো
- আমরা সমস্ত অসংগঠিত কর্মীদের **বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমা** এবং অন্যান্য **সামাজিক নিরাপত্তা বীমা** প্রদান করবো
- আমরা প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি **তীর্থ যোজনা** চালু করবো এবং অযোধ্যা, বারাণসী, কৈলাস মানস সরোবর, বৈষ্ণো দেবী, তিরুপতি, উজ্জয়নে স্বল্প মূল্যে ট্রেন ভ্রমণ, থাকার ব্যবস্থা এবং ভাতা প্রদান করবো

সংস্কৃতি এবং পর্যটন

- আমরা **শচীন দেববর্মন পারফর্মিং আর্টস অ্যাকাডেমি** প্রতিষ্ঠা করবো যা রাজ্যের লোকনৃত্য, সঙ্গীত এবং থিয়েটারকে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং তাদের সাথে যুক্ত শিল্পীদের উৎসাহিত করার দিকে মনোনিবেশ করবে
- একটি প্রধান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে ত্রিপুরার প্রচারের জন্য আমরা **₹১,০০০ কোটি** টাকা ব্যয়ে ত্রিপুরার পর্যটন অর্থনীতিকে আরও প্রসারিত করবো
- আমরা **ত্রিপুরা ট্যুরিজম স্কিল মিশন** চালু করবো যার ফলে **১ লক্ষ** লোকের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ মহিলা

মহিলাদের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ দৃষ্টি

- আমরা বালিকা সমৃদ্ধি স্কিম চালু করবো যার অধীনে একটি মেয়ে সন্তানের জন্মের জন্য আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের প্রতিটি পরিবারকে ₹৫০,০০০ টাকার একটি বন্ড প্রদান করা হবে
- আর্থিকভাবে দুর্বল ছাত্রীদের ₹২৫,০০০ পর্যায়ক্রমিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা মহারাণী তুলসীবতি দেবী শিক্ষা উপহার প্রকল্প চালু করবো:
  - অষ্টম শ্রেণী: ₹৫,০০০ টাকা
  - দশম শ্রেণী: ₹৮,০০০ টাকা
  - দ্বাদশ শ্রেণী: ₹১২,০০০ টাকা
- আমরা সফলভাবে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের স্নাতক পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি, আমরা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী মেধাবী ছাত্রীদেরও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবো
- আমরা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যমান সমস্ত বালিকা হোস্টেলগুলির আধুনিকীকরণ করা হবে।
- কলেজ পড়ুয়া মেধাবী ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদানের জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা চালু করবো
- আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের ৫০,০০০টিরও বেশি সাইকেল সফলভাবে প্রদান করেছি। আমরা পঞ্চম শ্রেণী পাস করা সমস্ত ছাত্রীদেরকেও সাইকেল দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবো
- নির্বাচিত মহিলা ক্রীড়াবিদদের বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ এবং এককালীন ₹৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা রাজ্যে প্রতিভা অনুসন্ধান প্রকল্প শুরু করবো

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার

- আমরা মহিলাদের জন্য সমস্ত সরকারি চাকরিতে ৩৩% সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছি । আমরা মিশন আত্মনির্ভর মহিলা চালু করবো এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান প্রদান ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেব
- আমরা ত্রিপুরায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ৫ বছরে ৪,০০০ থেকে বৃদ্ধি করে ৪০,০০০ করেছি এবং ৩ লক্ষেরও বেশি মহিলাকে আত্মনির্ভর হয়ে উঠার সুযোগ করে দিয়েছি। আগামী ৫ বছরে আরও ২ লক্ষ মহিলাকে আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে আমরা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও উৎসাহিত করবো

- স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং তাদের পণ্য সকলের কাছে পৌঁছে দিতে এবং নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী খোলার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের আগ্রহী করে তুলতে আমরা মুখ্যমন্ত্রী স্বসহায়ক কোশের অধীনে ₹১,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবো

- আমরা স্বসহায়ক ক্রেডিট স্কিম চালু করবো যার অধীনে সমস্ত যোগ্য স্বসহায়ক গোষ্ঠীর মহিলাদের ₹১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হবে

- আমরা সব জেলায় অতিরিক্ত ওয়ার্কিং মহিলা হোস্টেল স্থাপন করবো

- আমরা প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সমস্ত সুবিধাভোগীদের ২টি করে বিনামূল্যে এলপিজি সিলিন্ডার প্রদান করবো

- আমরা আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের পারিশ্রমিক বাড়িয়েছি। আমরা তাদের অবসর গ্রহণের সময় ₹৫০,০০০ টাকার এককালীন অর্থ প্রদান করবো

- প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মাধন যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনার অধীনে আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং হেল্পারদের মিশন মোডে রেজিস্ট্রেশন করা হবে।

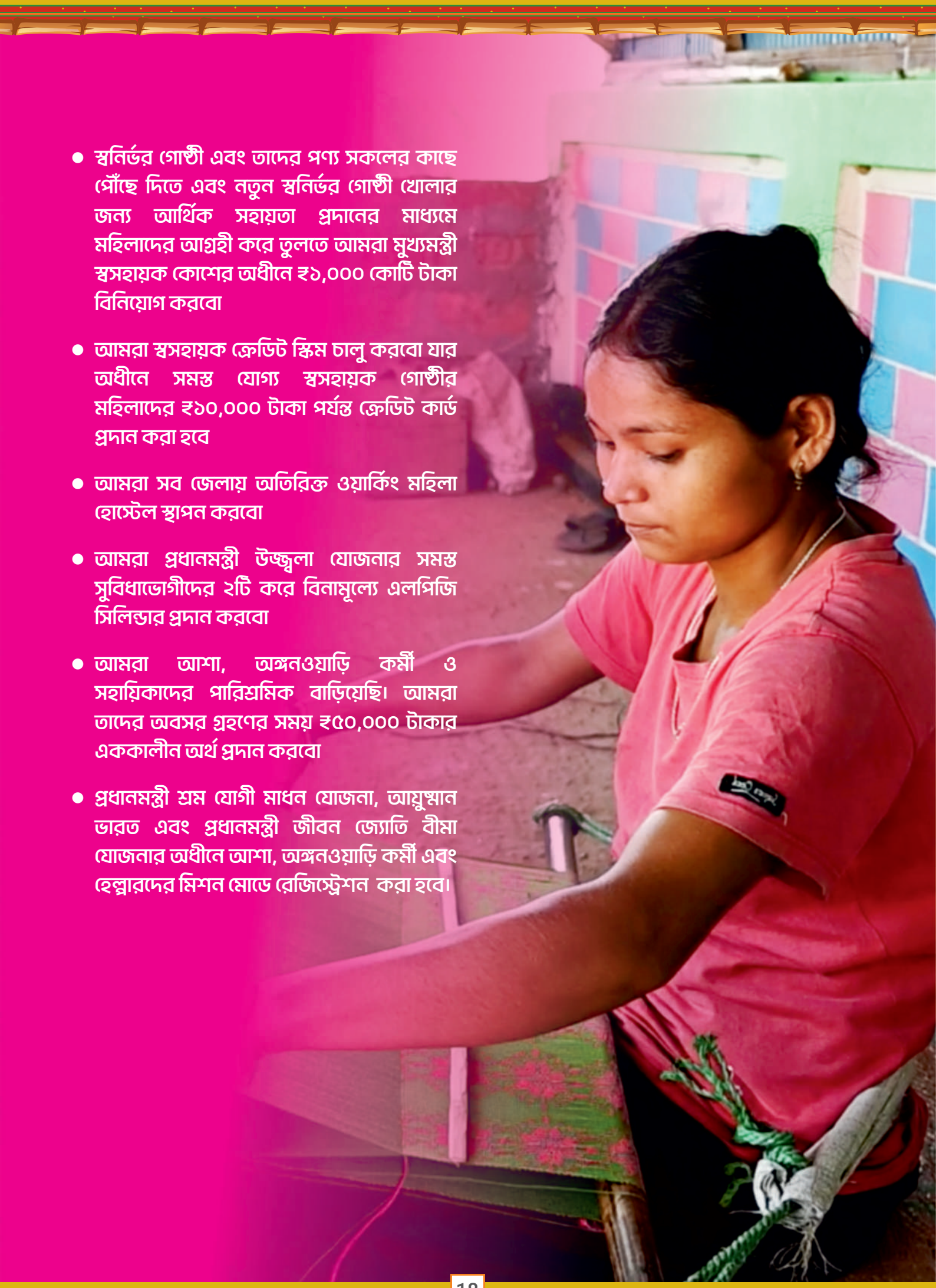

নারী সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি

- আমরা পুলিশবাহিনীতে মহিলাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করেছি এবং আমরা আরও বিভিন্ন পুলিশ বাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবো
- আমরা রাজ্যের প্রথম সম্পূর্ণ মহিলা পুলিশ ব্যাটালিয়ন বীরাঙ্গনা ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করবো
- নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অপরাধের হটস্পট এবং অন্যান্য পাবলিক প্লেসে নজরদারির জন্য আমরা পিঙ্ক পেট্রল স্থাপন করবো
- আমরা ইতিমধ্যে রাজ্যের ৭০ টিরও বেশি থানায় মহিলা সহায়তা ডেস্ক স্থাপন করেছি। আমরা রাজ্যের সমস্ত থানায় মহিলা সহায়তা ডেস্কের নেটওয়ার্ক আরও প্রসারিত করবো।

নারী ও শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করা

- আমরা ত্রিপুরায় নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবো
  - গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হাসপাতাল কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মহারানী তুলসীবাতি দেবী মডেল মা ও শিশু স্বাস্থ্য শাখা স্থাপন করা হচ্ছে
  - প্রতিটি জেলা হাসপাতালে মহিলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে যাতে তাদের সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি কেয়ার দেওয়া হয়
- আমরা মাতৃমৃত্যুর হার (এমএমআর) এবং শিশুমৃত্যুর হার (আইএমআর) আরও কমাতে একটি নির্দিষ্ট টাস্কফোর্স গঠন করবো এবং মৃত্যুর হার জাতীয় গড়ের নিচে নিয়ে যাবো।
- আমরা নিম্নলিখিত উপায়গুলির মাধ্যমে রাজ্যের গর্ভবতী মায়েদের জন্য ১০০% প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে প্রসব সুনিশ্চিত করবো:
  - আমরা মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার যোজনার অধীনে ₹৪,০০০ টাকার অতিরিক্ত নগদ অর্থ প্রদান করবো
  - মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার যোজনায় চিনাবাদাম, সয়াবিন, মিশ্র ডাল, গুড় এবং ঘি এর মতো উপাদানগুলি যুক্ত করা হবে
  - সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং জেলা ভিত্তিক প্রসূতি ওয়ার্ড সুনিশ্চিত করবো
- আমরা রাজ্যে বিনামূল্যে সার্ভিকাল ক্যান্সারের টিকা প্রদানের জন্য একটি বিশেষ অভিযানের সূচনা করবো
- আমরা স্ক্রীনিং-এর মাধ্যমে এবং কিট প্রদানের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার এবং সাপ্লিমেন্টস প্রদান করার জন্য সুস্থ শৈশব উপহার মিশন শুরু করবো
- আমরা সমস্ত পাবলিক টয়লেট এবং স্কুল ও কলেজগুলিতে ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করে সমস্ত মহিলা ও ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করার মাধ্যমে ত্রিপুরা কিশোরী সুচিতা অভিযানের পরিধি বিস্তার করবো
- সবকটি জেলা জুড়ে সার্বজনীন এলাকায় প্রায় ₹১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০টি পিঙ্ক টয়লেট তৈরি করা হবে

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ জনজাতি

জনজাতি সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষা

- প্রস্তাবিত ১২৫-তম সংবিধান সংশোধনী বিলের এক্তিয়ারের মধ্যে আমরা TTAADC-কে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন এবং অতিরিক্ত আইনি, নির্বাহী, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্গঠন করবো।
- ত্রিপুরার আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে বজায় রেখে আমরা সমস্ত সাংবিধানিক, আইনি, নির্বাহী এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ঐতিহাসিক স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করবো।
- আমরা ১২৫ তম সংবিধান সংশোধনী বিলে দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিধানগুলি সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করবো
- আমরা কাউন্সিলের অন্তর্গত এলাকায় জনসংখ্যার অনুপাতে বাজেট বরাদ্দ করব এবং সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই তহবিল স্থানান্তরিত করবো।
- আমরা নিশ্চিত করব যে কাউন্সিলের কাছে কেন্দ্রের প্রকল্প সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর ক্ষমতা থাকবে।
- আমরা নিশ্চিত করব যে ককবরক্ ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ে C B S E / I C S E এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ করা হবে।
- আমরা কাউন্সিল এলাকায় বরিষ্ঠ এডিজিপি / আইজিপি স্তরের কর্মকর্তাদের পোস্টিং নিশ্চিত করব, যারা মুখ্য কার্যকরী সদস্যদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে।
- জনজাতিদের প্রথাগত আইন, বিভিন্ন প্রথা এবং রীতি রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য কাউন্সিল এলাকায় কাস্টমারি কোর্ট স্থাপন করতে কাউন্সিলকে অনুমোদন দিতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কাজ করবো।
- আমরা সারা দেশের প্রধান শহরগুলিতে কাউন্সিল ভবন স্থাপন করবো।

জনজাতিদের সামগ্রিক উন্নয়ন

- আমরা জনজাতি উন্নয়ন মিশন ২০২৩ চালু করবো যাতে আগামী ১০ বছরে জাতীয় গড়ের সমানভাবে উপজাতিদের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। আমরা স্যানিটেশন, শিক্ষা, পুষ্টি, পানীয় জলের সংযোগ এবং জীবিকার সুযোগ সুবিধা গুলিতে বিশেষভাবে নজর দেবো
- আমরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং তাদের দাবিগুলির একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে সমস্ত একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করবো

- আমরা একটি নতুন জেলা স্থাপনের পাশাপাশি করবুক, লংতরাই উপত্যকা এবং গন্ডাছড়া মহকুমায় জেলা সদর দপ্তর স্থাপন করবো

- আমরা উত্তর ত্রিপুরা, উনকোটি, ধলাই এবং গন্ডাছড়ার সঙ্গে কৈলাসহরে একটি বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপন করবো

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

- আমরা নিশ্চিত করবো যাতে নিজ নিজ জাতির মূল বিষয়ে প্রধান সমাজপতিদের মতামত নেওয়া হয়। আমরা একটি অ্যাডভাইসারি বোর্ড গঠন করবো যেখানে সমাজপতি, টিটিএডিসি সদস্য এবং স্থানীয় প্রতিনিধিরা বিশেষ জনজাতিয় সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভাপতিত্ব করতে পারেন

- আমরা ত্রিপুরা জনজাতি বিকাশ যোজনা চালু করবো যার অধীনে আমরা তফসিলি উপজাতি পরিবারগুলিকে তাদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ বাড়াতে বার্ষিক ₹৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবো

- আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে মিলিতভাবে ত্রিপুরায় যেন ৪০টি ভ্যান ধন বিকাশ কেন্দ্র খুলবো যাতে আদিবাসীদের পণ্য সংগ্রহের জন্য সাধারণ সুবিধা কেন্দ্রগুলিতে সংযোগ বাড়ানো যায়।

- আমরা ত্রিপুরা জুড়ে ১.২ লক্ষেরও বেশি অরণ্যে বসবাসকারী মানুষদের জমির পাট্টা দিয়েছি। আমরা বাকিদের দাবিও পূরণ করবো

জনজাতি কল্যাণ

- আমরা টিটিএডিসি-র অধীনে সরকারি বিদ্যালয়গুলির আধুনিকীকর এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ₹৫০ কোটি বিনিয়োগের মাধ্যমে মহারানি তুলসীবতী দেবী মিশন চালু করব

- আমরা জনজাতি সম্প্রদায়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বই, ব্যাগ এবং রেইনকোট প্রদান করবো

- আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্মিলিত ভাবে TTAADC-এর প্রতিটি ব্লকে একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল নির্মাণ করবো

- শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

- জনজাতীয় সম্প্রদায়ের মেধাবী শিশুদের থাকার জন্য আমরা মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করবো। এছাড়াও আমরা বিদ্যমান হোস্টেলগুলির ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবো

- আমরা ২০২৪ সালের মধ্যে মিশন মোডে জল জীবন মিশনের অধীনে সমস্ত গ্রামে বিশুদ্ধ জলের সুবিধা প্রদান করবো

- আমরা TTAADC-এর অধীনে সমস্ত স্কুল এবং হাসপাতালে জলবাহিত রোগ মোকাবিলায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করবো।

- ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, রক্তাল্পতা এবং টিবির মতো সাধারণ রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও ওষুধ

জনজাতিদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ

- জনজাতিদের সংস্কৃতি ও গবেষণার প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য আমরা গন্ডাছড়ায় মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য উপজাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবো
- আমরা ত্রিপুরার শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য এবং রন্ধনশৈলীর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন ও প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে ২ দিনব্যাপী বার্ষিক মেসুয়া উৎসবের আয়োজন করবো
- ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সাহিত্য তুলে ধরার লক্ষ্যে মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য জাদুঘর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নির্মাণ আরও দ্রুত সম্পন্ন করবো
- আমরা প্রধান সমাজপতিদের প্রতিমাসের সাম্মানিক ₹২,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ₹৫,০০০ টাকা করবো।
- ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি যাতে আরও প্রতিফলিত হয় তার জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে আরও সংশোধন করা হবে।
- আমরা জনজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিতে ₹১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবো।
- আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে ককবরক ভাষাকে স্কুলের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছি। অপরদিকে, আমরা ককবরক ও অন্যান্য ভাষাগুলি বাকি জনজাতি অধ্যুষিত স্কুলগুলিতে চালু করার ব্যবস্থা করবো।
- আমরা ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের বিপন্ন ভাষার সংরক্ষণ করবো এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই ভাষা উপলব্ধ হবে।

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ কৃষক

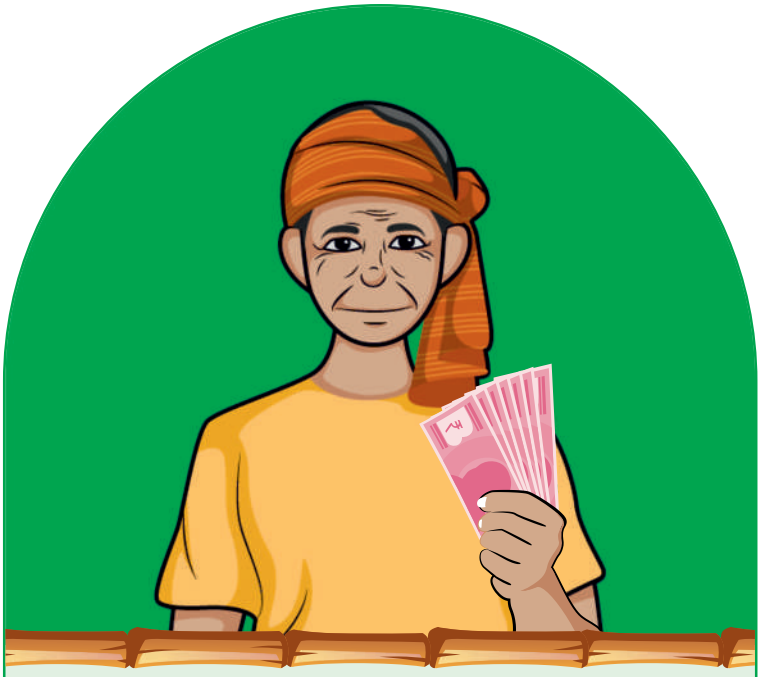

কৃষক সমৃদ্ধি

- পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা বর্তমানে ₹৬,০০০ থেকে বাড়িয়ে ₹৮,০০০ টাকা করা হবে।
- ভূমিহীন কিষাণ যোজনার অধীনে সকল ভূমিহীন কৃষকদের ₹৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
- পিএম কিষাণ মান ধন যোজনার অধীনে প্রতি মাসে ₹৩,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
- আমরা ১০০% নিশ্চিত করবো যাতে ইচ্ছুক চাষিদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদানের করা হয়।
- অনলাইন মাধ্যমে সহজে তথ্য গ্রহণের সুবিধার্থে কিষাণ সাহিত্য মোবাইল আপ্লিকেশন চালু করা হবে।

প্রতিটি ফসলের সঠিক দাম

- আমরা ধান কেনার নুন্যতম সহায়ক মূল্য ৫০,০০০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করবো।
- আমরা ক্রয় কেন্দ্র এবং গুদামজাতকরণের সুবিধা সহ দুটি অত্যাধুনিক মান্ডি প্রতিষ্ঠা করবো, একটি উত্তর ত্রিপুরা অঞ্চলের জন্য এবং অন্যটি দক্ষিণ ত্রিপুরা অঞ্চলের জন্য।

শক্তিশালী কৃষি পরিকাঠামো

- সংগ্রহ এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলিকে একটি সামগ্রিক কৃষি পরিকাঠামো হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা ₹১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করবো
- আমরা সেচের সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য সমস্ত অনগ্রসর প্রকল্পের দ্রুত সমাপ্তি এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করবো যাতে মোট সেচ যুক্ত জমির বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা যায়
- আমরা উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ এবং মৃত্তিকা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্লকে বীজ ব্যাঙ্ক চালু করবো
- কৃষকদের সুবিধার্থে প্রতিটি মহকুমায় ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগার চালু করা হবে
- কৃষকদের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় পণ্য যেমন সুগন্ধি চাল, কালাজিরা চাল, বিরান চাল, ত্রিপুরা সুগন্ধি লেবু এবং কাঁঠালের জন্য বিশেষ কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট চালু করা হবে
- প্রত্যেক জেলা কৃষি অফিসে একটি করে জৈব চাষের সার্টিফিকেশন ডেস্ক চালু করা হবে

সহযোগী কার্যক্রমের প্রচার

- আমরা মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গো-ধন প্রকল্পের আওতায় দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে গোটা রাজ্যে ১০০% কভারেজ নিশ্চিত করবো
- জাতীয় প্রাণী রোগ নিরাময় কর্মসূচীর অধীনে গবাদি পশুর ১০০% কৃমিনাশক টিকাকরণ করা হবে
- আধুনিক পরিকাঠামোগত ভেটেরিনারি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে এবং সমস্ত গবাদি কৃষককে সহায়তা প্রদানে প্রশিক্ষিত ভেটেরিনারি মেডিকেল স্টাফ নিযুক্ত করা হবে

হর্টিকালচার ফসলের প্রচার

- ফল, শাক সবজি, ফুল , নারকেল ও কাজু ইত্যাদি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা ত্রিপুরা হর্টিকালচার নীতি চালু করবো
- পচনশীল ফসল যেমন সুপারি, আনারস এবং কাঁঠালের জন্য একটি মার্কেট ইন্টারভেনশন প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা কৃষকদের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করবো
- সুপারি এবং কমলালেবুর উপর বিশেষ জোর দিয়ে সমস্ত ব্লকে প্রত্যয়িত উদ্যানপালন নার্সারি স্থাপন করা হবে
- স্টেকহোল্ডারদের আয় বাড়াতে রুদ্রসাগর লেকের মতো বিভিন্ন লেকের তীরবর্তী এলাকা হর্টিকালচারের জন্য ব্যবহার করা হবে

বাণিজ্যিক ফসল এবং শিল্প চাষের প্রচার

- ত্রিপুরা বাণিজ্যিক ফসল মিশনের অধীনে ধূপ, বাঁশ এবং রাবার প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের প্রচারের জন্য ₹২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে

ধূপ

- ত্রিপুরার ধূপ শিল্পের বিকাশ ও আধুনিকীকরণের জন্য ₹৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সহ 'আগরবাত্তি মিশন' চালু করা হবে
- ত্রিপুরা বন বিভাগের সাথে অংশীদারিত্বে আগরের বাজারজাতকরণ এবং গবেষণার সুবিধার্থে ধরমপুরে আগর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ তরান্বিত করা হবে

ব্যাম্বু

- বাঁশজাত দ্রব্যের ব্যবহারের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ব্যাম্বু টেকনোলজি চালু করবো
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাঁশজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ব্যাম্বো মিশনের অধীনে ব্যাম্বো প্রদর্শনী চালু করবো
- অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাঁশ পার্কে শিল্প স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত কর ভর্তুকি ও প্রণোদনা দেওয়া হবে

রাবার

- রাবার শিল্পকে উৎসাহিত করতে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে ₹৫০ কোটির বিনিয়োগের সাথে প্রস্তাবিত "মিনি রাবার মিশন" চালু করার কাজটি ত্বরান্বিত করব।
- উচ্চ মানের রাবার শিট পেতে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত স্মোকহাউসের সংখ্যা বাড়াব।
- আমরা বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করবো যাতে আগরতলা-আখাউড়া ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনের মাধ্যমে রাবার জাতীয় দ্রব্য রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় এবং এই পথ ছাড়া অন্য পথে ন্যূনতম সম্ভাব্য মূল্যে যাতে রাবারজাত দ্রব্য রপ্তানি করা যায়

চা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চা কারখানার বিকাশ

- চা শ্রমিকদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হবে এবং চা শ্রমিকদের পুরো মাত্রায় কভারেজ সুনিশ্চিত করার জন্য মোবাইল মেডিকেল ইউনিটের প্রসার ঘটানো হবে
- এই ইউনিট কে পরিচালনা করার জন্য চায়ের পার্ক স্থাপিত করা হবে এবং বিশ্ববাজারে একে তুলে ধরা হবে
- গ্রিন টি, অর্থোডক্স এবং সিটিসি চায়ের জন্য চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে
- বিশেষ করে ছোট চা শ্রমিকদের আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চা চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সম্পর্কে অবগত করে তুলতে আমরা একটি চা প্রযুক্তি স্কুল স্থাপন করবো।

মৎস্য চাষ এবং রেশম চাষের প্রচার

- মৎস্য সহায়ক যোজনার অধীনে সমস্ত মৎস্যজীবীদের বার্ষিক ৬০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে
- যথেষ্ঠ পরিমাণে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে আমরা একটি রাজ্য মৎস্য নীতি চালু করবো।
- আমরা সমস্ত প্রধান বাজরগুলিতে অত্যাধুনিক সুবিধাসহ স্বাস্থ্যকর খুচরো মাছের আউটলেট গড়ে তুলবো।
- মৎস্য-ভিত্তিক শিল্প ইউনিট গড়ে তুলতে আমরা সমস্ত মৎস্যজীবী এফ.পি.ও-দের ₹২৫ লক্ষ পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করব।
- মাছ উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আমরা একটি মাছ-প্রক্রিয়াকরণ পার্ক চালু করবো।
- প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১০০% যন্ত্রচালিত নৌকা চালু করা হবে।

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ যুব

কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান

- ইতিমধ্যেই আমরা ৬ লক্ষেরও বেশি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি এবং আগামী ৫ বছরে পর্যটন, লজিস্টিকস, শিল্প, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে সমস্ত আগ্রহী যুবক-যুবতীদের স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করবো।
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য একটি সরকারি নিয়োগ ক্যালেন্ডার চালু করা হবে
- অগ্নিপথ প্রকল্পে যুবকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে এবং জাতির সেবায় যুবকদের উৎসাহিত করতে আমরা প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি শুরু করবো।
- যুবকদের সশস্ত্র বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশে নিয়োগের জন্য প্রস্তুত করতে আমরা রাজ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ত্রিপুরা সেনা অভিযান শুরু করবো।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

- আগামী ৫ বছরে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বাবলম্বন যোজনার অধীনে উদ্যোক্তাদের ₹১০,০০০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হবে
- স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে প্রতিটি মহকুমায় ঠাকুর বিপিও স্থাপন করা হবে
- রাজ্যের সমস্ত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে মডেল কেরিয়ার সেন্টার হিসেবে উন্নত ও আধুনিক করে তোলা হবে
- প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রিপুরার স্টার্ট আপগুলিকে উৎসাহিত করতে ত্রিপুরা স্টার্ট আপ সামিট আয়োজন করা হবে
- ত্রিপুরা সরকারের অধীনে একটি ট্রাই-হাব, একটি স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (এসপিভি) স্থাপন করা হবে যা রাজ্যে ইনকিউবেশন থেকে ম্যাচিউরিটি পর্যন্ত স্টার্টআপ সুবিধার জন্য একটি নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে

দক্ষতা বৃদ্ধির উন্নয়ন

- নতুন প্রজন্মের শিল্পের জন্য কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে অন্তত ৫০,০০০ যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দিতে আমরা ত্রিপুরা কৌশল বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয় চালু করবো।
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে লিঙ্ক হিসাবে কাজ করতে ত্রিপুরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশান চালু করা হবে।

- স্কুল এবং কলেজের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে, সমর্থ ত্রিপুরা অভিযান চালু করা হবে যার অধীনে যুবকদের আর্থিক ও ডিজিটালি শিক্ষিত করে তোলা হবে

শক্তিশালী ক্রীড়া পরিকাঠামো

- মন্টু দেবনাথ ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্পে ₹৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে এবং রাজ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের স্পোর্টস ইভেন্ট আয়োজন করার লক্ষ্যে রাজ্যে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।
- **রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যায়ামাগার ও খেলার মাঠ গড়ে তোলা হবে**
- আমরা সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়া ব্যক্তিদের বিনামূল্যে দক্ষতা প্রদানের পাশাপাশি শংসাপত্র প্রদান করবো এবং অবসরের পর কোচ এবং আম্পায়ার হিসাবে তাদের কাজের সুযোগ করে দেবো।
- ক্রীড়া হোস্টেলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি সব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়দের জন্য চিকিৎসা বীমার কভারেজ নিশ্চিত করা হবে,

যুব সমৃদ্ধি

- ২৭,০০০ এর অধিক ছাত্রদের স্মার্টফোন প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার পরিসর বৃদ্ধি করে ৫০,০০০ মেধাবী কলেজ পড়ুয়াদের স্মার্টফোন প্রদান করা হবে
- আমরা ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু করবো যার আওতায় শীর্ষস্থানীয় N I R F প্রতিষ্ঠাণগুলিতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা ব্যাংক থেকে ₹১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত-মুক্ত ঋণ পাবে।
- আমরা ₹১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ত্রিপুরা নেশা মুক্তি অভিযান শুরু করবো, এর অধীনে আমরা এই পদক্ষেপ গুলো নেবঃ
  - নেশা মুক্ত অভিযানের পরিধি প্রসারিত করতে মাদকাসক্তদের জন্য একটি সমন্বিত পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে
  - রাজ্যে নেশামুক্তি ব্যবস্থার প্রভাবের নিরীক্ষণের জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে
- সমস্ত জেলা ইউথ হোস্টেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে

গুনমান সম্পন্ন শিক্ষা

- আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মাধ্যমে মিড-ডে মিল প্রকল্পের উন্নয়ন ঘটাবো:
  - অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য দুধ বা ডিমের মতো পুষ্টিকর প্রাতঃরাশ চালু করা হচ্ছে
  - সুশম রেশন সহ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা
  - স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত অত্যাধুনিক রান্নাঘর তৈরি করা
- জাতীয় শিক্ষা নীতি (N E P) ২০২০ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে এবং ত্রিপুরায় সকলের জন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

- কারিগরি শিক্ষার সহজলভ্যতা ও মানোন্নয়নের জন্য একটি পৃথক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবে

শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়ন

- ত্রিপুরায় আইআইএসআর, আইআইটি এবং আইআইএম-এর মতো প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সাথে একযোগে কাজ করা হবে
- আগরতলার মহিলা কলেজকে ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে
- আর্যভট্ট আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উত্তর ত্রিপুরা পাবে তার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়
- দেশের সেরা ক্রীড়াবিদ তৈরি করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং মানবসম্পদ সহ একটি স্টেট স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হবে।
- ত্রিপুরায় শিক্ষা পরিকাঠামো পুনর্গঠনের জন্য ₹২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পিএম শ্রী এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে ৪০০ টি সরকারি স্কুলকে আধুনিকীকরণ করা হবে
- শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এবং তাদের রাজ্য, কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী এবং সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীতে সুযোগ পেতে সহায়তা করতে আমরা সৈনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করবো
- রাজ্যে STEM শিক্ষার প্রচারের জন্য ৫০০ টি স্কুলে ATAL টিঙ্কারিং ল্যাব চালু করা হবে।
- বিদ্যমান কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অত্যাধুনিক সুবিধা সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ₹৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে
- বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে গবেষণা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য 'ত্রিপুরা স্টেট রিসার্চ ফাউন্ডেশন' তৈরি করা হবে
- রাজ্যব্যাপী প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে বিএড কলেজ স্থাপন করা হবে

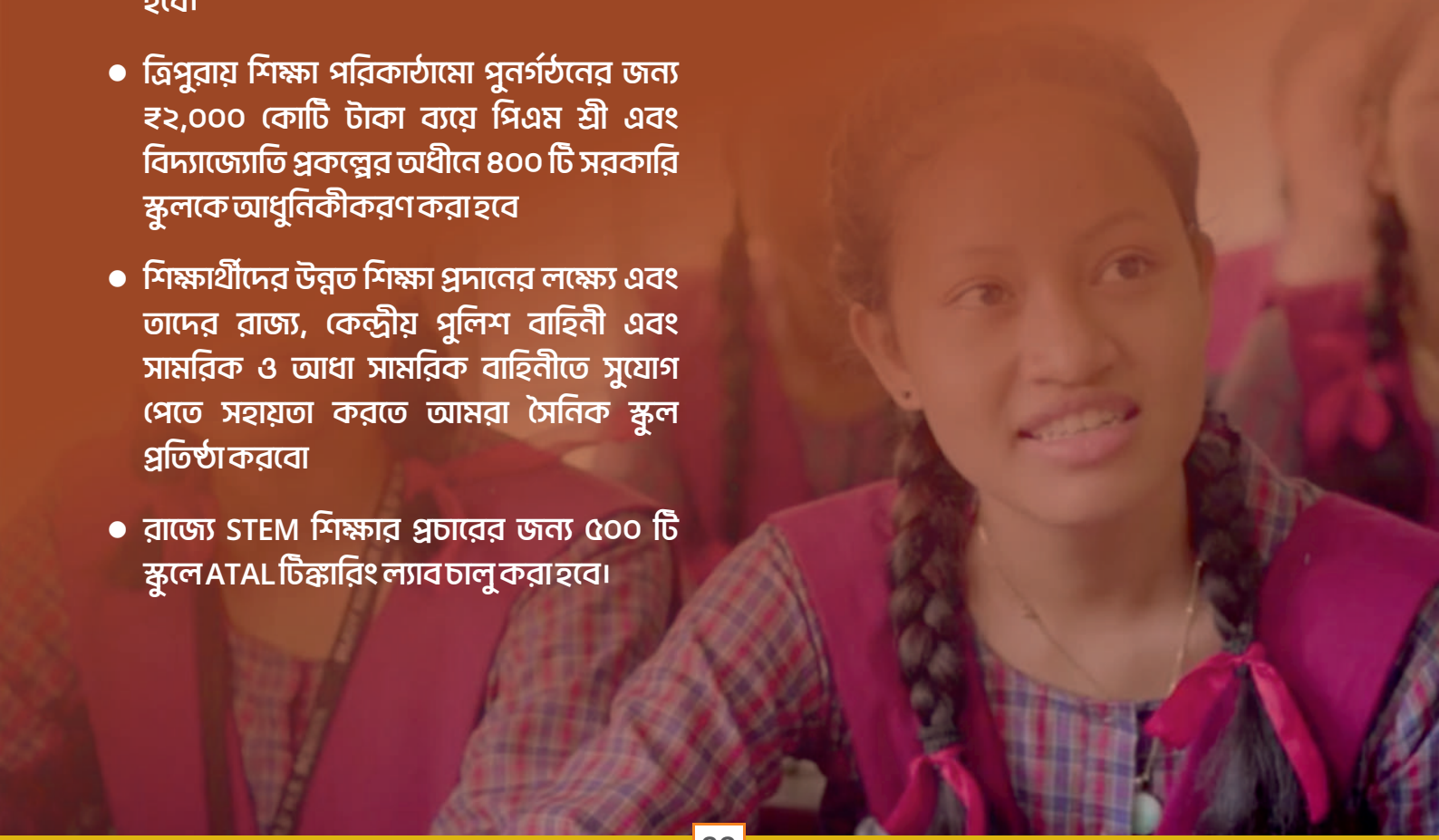

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য

সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা

- আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় আমরা পরিবার প্রতি বার্ষিক ক্যাপ ₹৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ₹১০ লক্ষ করবো।
- আমরা প্রতি ব্লকে জন ঔষধি কেন্দ্র-র পরিসীমা বৃদ্ধি করবোযে যাতে সুলভ মূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধ আরও সহজ লভ্য হয় এবং সাধারণ মানুষের খরচ হ্রাস পয়ায়।
- ২০২৫-এর মধ্যে ত্রিপুরাকে টিবি-মুক্ত করবোযে আমরা। এছাড়াও ওষুধ-গ্রাহী টিবি-র উপর বিশেষ জোর দিয়ে টিবি রোগীদের প্রতি মাসে ₹১,০০০ সহায়তা প্রদান করবো।

গুনমানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং লাস্ট মাইল স্বাস্থ্য পরিষেবা

- আগরতলায় রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স ভবনের নির্মাণের কাজ আমরা তরান্বিত করবো।
- আমরা AGMC-এর তত্ত্বাবধানে ক্যান্সার, নেফ্রোলজি, নিউরোসায়েন্স, জলবাহিত রোগ, প্রতিস্থাপন এবং মহিলা ও শিশু-নির্দিষ্ট রোগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নতুন সেন্টার অফ এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা করবো।
- ডাঃ রথীন দত্ত স্বাস্থ্য উন্নয়ন মিশনের অধীনে ₹২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবোযে আমরা যার অধীনে:
  - গোমতী এবং উত্তর ত্রিপুরায় রাজ্য-স্তরে একটি করে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা
  - আরও হেলথ ও ওয়েলনেস সেন্টার প্রতিষ্ঠা
  - বর্তমান ব্লাড ব্যাংকের নেটওয়ার্ক পরিসর করা
  - বিদ্যমান হাসপাতাল, পিএইচসি, সিএইচসি এবং উপ-কেন্দ্রর পরিকাঠামো উন্নত করা
- ধলাই জেলায় নতুন মেডিক্যাল কলেজের নির্মাণের কাজ আমরা তরান্বিত করবো এবং ₹১,০০০ কোটি টাকা লগ্নী করা হবে

- প্রতি উপ-কেন্দ্র, পিএইচসি, সিএইচসি, মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাস্পাতাল এবং রাজ্য হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা পর্যায়ক্রমে দ্বিগুণ করা হবে

- গ্রামীণ, প্রত্যন্ত এবং জনজাতি এলাকায় মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং দোরগোড়ায় ওষুধ বিতরণের জন্য আমরা রাজ্যে উন্নত জীবন রক্ষাকারী মোবাইল মেডিকেল ইউনিট স্থাপন করবো।

- আমরা গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে জরুরী পরিস্থিতিতে চিকিৎসা প্রদান করার জন্য ২০০টি বাইক অ্যাম্বুলেন্স চালু করবো।

- আমরা আগরতলার সরকারি আয়ুর্বেদিক হাসপাতালকে রাজ্য হাসপাতাল হিসাবে উন্নীত করবোে এবং আয়ুর্বেদ, প্রাকৃতিক উপায়ে চিকিৎসা এবং যোগব্যায়ামের বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিকিঠামো গড়ে তুলব।

ভবিষ্যৎ কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

- আমরা মেরা আরোগ্য (এমএ) নামে একটি নতুন অল-ইন-ওয়ান হেলথ স্ট্যাক মোবাইল অ্যাপ এবং হেলথ আইডি পরিষেবা চালু করবো, যার দ্বারা মেডিক্যাল রেকর্ড ও প্রেসক্রিপশন সংরক্ষণ করা থাকবে, বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা যোজনার আওতায়। এই পরিষেবা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় একটি নতুন জোয়ার আনবে।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা

- আমরা জেনেটিক এবং অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) নির্ণয়, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য আগরতলায় একটি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবোে যা জন্মের পূর্বে বা গর্ভাবস্থায় জেনেটিক স্ক্রীনিংয়ের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

- আমরা তৎপরতার সঙ্গে হাম এবং হেপাটাইটিস বি-এর মতো প্রতিরোধমূলক অসুস্থতার ক্ষেত্রে ১০০% টিকাকরণ নিশ্চিত করবো।

- ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, রক্তাল্পতা এবং টিবি-র মতো রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণের জন্য প্রতি মাসে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে।

স্বাস্থ্যকর্মী

- আমরা ২০২৫ সালের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মেডিকেল এবং নার্সিং আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ করবো।

- চিকিৎসা ব্যবস্থায় ৫০০০-এর বেশি স্বাস্থ্যকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যার ফলে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী থাকার কারণে চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত হবে।

- আমরা মধ্য স্তরের পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করবোে যাতে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী যেমন নার্সিং পরিষেবা প্রদানকারীরা আন্তর্জাতিক স্তরের অনুশীলনকারীদের সাথে তাঁরা সমগোত্রীয় হতে পারেন।

মেডিক্যাল ট্যুরিজম

- আমরা একটি ত্রিপুরা মেডিক্যাল ট্যুরিজম নীতি চালু করবো এবং মেডিক্যাল ভ্যালু ভ্রমণকে উৎসাহিত করবো।
- আমরা আয়ুর্বেদ পার্ক, পঞ্চকর্ম কেন্দ্র, যোগা ও ওয়েলনেস রিট্রিটস এবং ন্যাচারোপ্যাথি সেন্টার স্থাপন করে ত্রিপুরাকে 'সুস্থতার জন্য ভ্রমন', পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলব।

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ সু-শাসন

শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

- অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে ৮৫৬ কিলোমিটার সীমান্তের পুরো অংশে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি ক্যাম্প সহ স্মার্ট বর্ডার ফেন্সিং নির্মাণের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কাজ করবো।
- রাতে নিয়মিত টহল নিশ্চিত করতে আমরা পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত নতুন পুলিশ পেট্রোলিং গাড়ি এবং বাইক পেট্রোলিং গাড়ি চালু করবো।
- পুলিশ আধুনিকীকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ ₹৫০ কোটি বৃদ্ধি করা হবে।
- সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসমূলক ঘটনার তদন্ত ও প্রতিরোধের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত পদক্ষেপ করতে এবং সহজে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে সমস্ত জরুরি পরিষেবার জন্য 'ডায়াল-১১২'-এর আরও ভালো পরিষেবা নিশ্চিত করবো।
- সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেস এবং হটস্পটে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে।
- সাইবার ক্রাইম শাখার নেটওয়ার্ক প্রসারিত করা হবে এবং ত্রিপুরার প্রতিটি থানায় একটি সাইবার হেল্প ডেস্ক তৈরি করার পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।
- আমরা ইতিমধ্যেই পশ্চিম ত্রিপুরায় ৩টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট স্থাপন করেছি। আরও ৪টি ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত স্থাপন করা হবে, যার ফলে খুন, মাদক পাচারের ঘটনায় হুমকি, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এবং পকসোর মতো জঘন্য অপরাধমূলক ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।
- সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে বিনামূল্যে কাউন্সেলিং ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রতিটি মহকুমায় আইনি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে।
- প্রশিক্ষিত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে সমস্ত জেলা আদালতে মধ্যস্থতা কেন্দ্র স্থাপন করে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে।
- ২ টি ভ্রাম্যমান লোক আদালতের সাফল্যের পর প্রতিটি জেলায় লোক আদালতের আয়োজন করা হবে।

সুশাসন নিশ্চিত করা

- পার্বত্য অঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারি প্রকল্প এবং সুবিধা আরো ভালোভাবে পৌঁছে দিতে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ চালু করবো।
- আমরা জনগণকে ক্ষমতা প্রদান করার লক্ষ্যে রাইট টু পাবলিক সার্ভিসেস অ্যাক্ট চালু করবো যাতে সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিষেবার সর্বাধিক সুবিধা লাভ করতে পারে
- রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য ইনোভেশান অ্যান্ড ট্রান্সফর্মেশান আয়োগ অফ ত্রিপুরা-র কার্যকরিতা নিশ্চিত করা হবে।
- একটি সিএম উইন্ডো, একটি ওয়েব ভিত্তিক পোর্টাল এবং অ্যাপ চালু করা হবে পাশাপাশি সুশাসনে জনগণের অভিমতকে আরও প্রাধান্য দিতে সমস্ত প্রধান বাজার এলাকাগুলিতে অভিযোগ জানানোর জন্য বাক্স ইনস্টল করা হবে।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধানে তরুণ পেশাদারদের নিযুক্ত করতে 'মুখ্যমন্ত্রী ফেলোশিপ প্রোগ্রাম' চালু করা হবে।
- আরও উন্নত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাঙ্ক সখীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে।

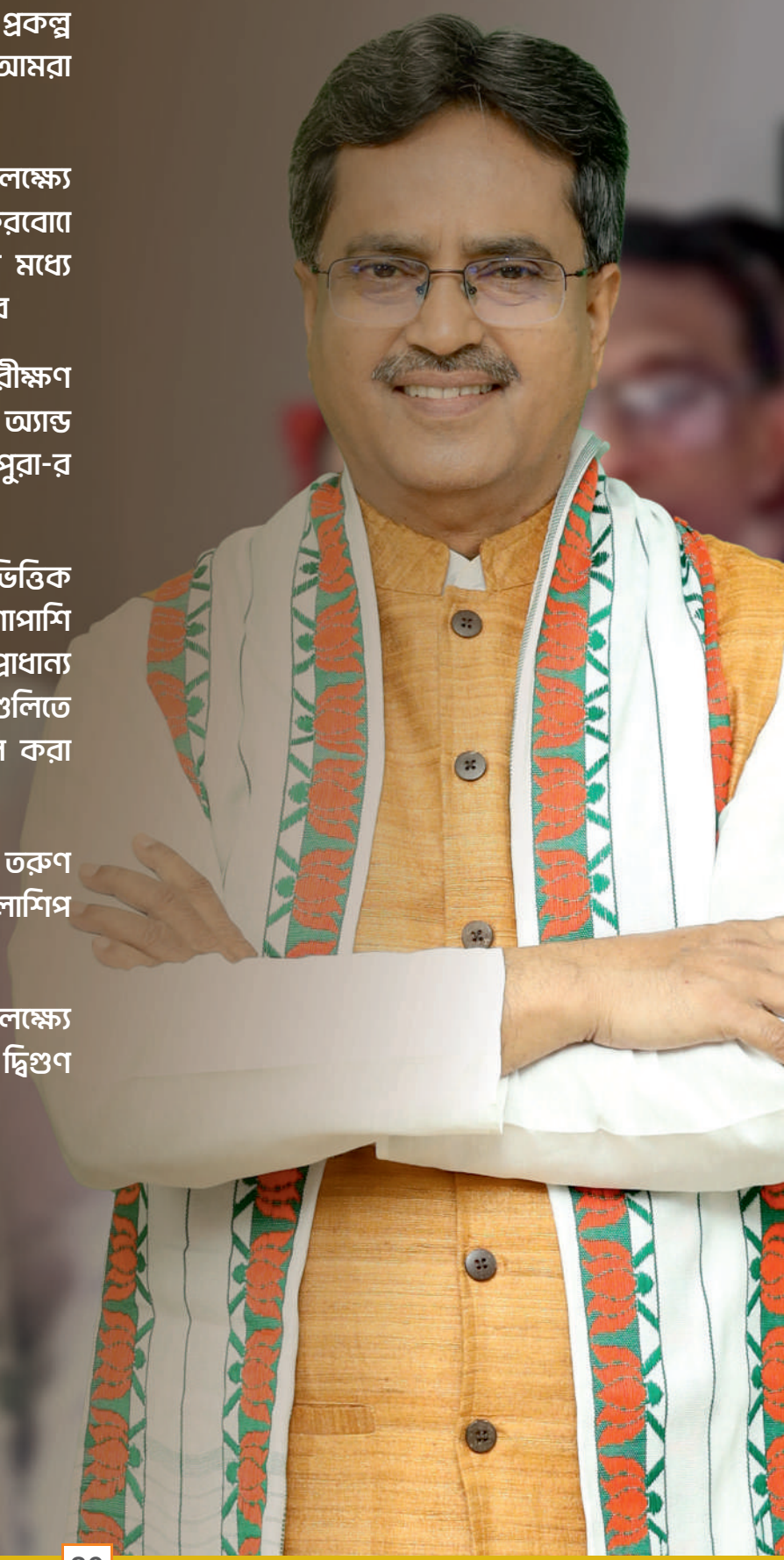

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

- ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- বিগত পাঁচ বছরে আমরা মাথাপিছু ৭৬ শতাংশ আয় বৃদ্ধি করেছি এবং আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আগামী পাঁচ বছরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দ্বিগুণ করবোে।
- আগামী পাঁচ বছরে আমরা ₹৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আনবো ত্রিপুরায়
- আমরা আশ্বাস দিচ্ছি যে বাণিজ্যিক নিরিখে শ্রেষ্ঠ তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে স্থান পাবে ত্রিপুরা

শিল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

- আমরা ইতিমধ্যেই সাবরুমে বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশিষ্ট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করেছি। ভবিষ্যতে শিল্পভিত্তিক আরো কিছু অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করবোে যেখানে রাবার, বাঁশ এবং ধূপকাঠির কারখানা গড়ে উঠবে।
- আমরা বাংলাদেশের সাথে আলোচনা করবো এবং কমলাসাগর ও শ্রীনগরে যে দুই বর্ডার হাট আছে সেই দুই হাট পুনরায় চালু করবো।
- অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান কে আরও উন্নত করতে উত্তর ত্রিপুরা, ধলাই, সিপাহীজলা এবং খোয়াইতে আমরা দ্রুত আরো চারটি বর্ডার হাট চালু করবো।
- ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশনের সহযোগিতায় আমরা ত্রিপুরার কারখানাগুলিতে (বোধজংনগর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে) গ্যাস এবং বিদ্যুতের যোগান অব্যাহত রাখবো।
- আমরা সাবরুম, গোমতী এবং নিশ্চিন্তিপুরে মাল্টি মোডাল লজিস্টিক পার্কগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তৈরি করবো
- শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে শহর ও নগর এলাকায় অব্যবহৃত সরকারি জমি চিহ্নিত করার জন্য আমরা একটি ল্যান্ড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবো।

ক্ষুদ্র,ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ

- আমরা প্রত্যেক জেলায় ক্রেডিট সুবিধা, প্রশিক্ষণ, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর সুবিধা এবং পণ্যের বিপণন করার লক্ষ্যে ODOP সুবিধাকেন্দ্র তৈরি করবোে এবং "এক জেলা এক পণ্য" কর্মসূচি গ্রহণ করবো।
- আমরা একটি মেগা MSME ইনকিউবেটর এবং আরো দুটি রিসার্চ ইনকিউবেটর তৈরি করবোে যাতে গবেষণা ও উন্নয়ন, নতুন ইউনিট স্থাপন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনুমোদন পাওয়ার সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যায়।
- আমরা MSME তে উদ্যোক্তাদের ১০০ শতাংশ গ্যারান্টি সহ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত মুক্ত ঋণ দেবো এবং এর জন্য ₹৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবো
- বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তায় আমরা বছরে চারবার মেগা ঋণ মেলার আয়োজন করবোে MSME এর উদ্যোক্তাদের জন্য
- আমরা প্রধান ই কমার্স ওয়েবসাইট গুলোর সাথে যুক্ত হব যাতে ত্রিপুরার SME, MSME, এবং ODOP এর পণ্যগুলোকে বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়
- আমরা ঐতিহ্যবাহী ব্যবসার দ্রব্যগুলোকে G I ট্যাগ এবং অন্যান্য বিশেষ ট্যাগে চিহ্নিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধিত করতে সহায়তা করবো
- আমরা স্থানীয় কারখানাগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রচার বৃদ্ধি করতে 'ভোকাল ফর লোকাল ত্রিপুরা মিশন' কর্মসূচি গ্রহণ করবো।

প্রধান শিল্পের বিকাশ

- আমরা 'আদিবাসী স্কিল ত্রিপুরা মিশন' চালু করবো যেখানে প্রায় বাঁশ, রাবার এবং ধূপকাঠির মত দেশীয় শিল্পে ২০০০০ কর্মীকে প্রশিক্ষিত করা হবে।
- বিশ্ববাজারে বিভিন্ন পণ্যের সাপ্লাই চেইন ও রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা দেশীয় পণ্যের একটি বিপণন সংস্থা তৈরি করবো।
- স্থানীয়দের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে আমরা উদয়পুরে পিপিপি মডেলে একটি মেগা টেক্সটাইল পার্ক স্থাপন করবো।
- আমরা ত্রিপুরার বৈদ্যুতিক যানবাহনের ২০২২ এর নীতি অনুসারে বৈদ্যুতিক যানবাহন তৈরীর লক্ষ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবো।
-

উন্নত ত্রিপুরা
শ্রেষ্ঠ পরিকাঠামো

বলিষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা

- আমরা সড়ক রেলপথ এবং বায়ুপথে বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ও বিভিন্ন প্রকল্প যাতে সফল হয় সেই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা গতিশক্তি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করবো।

সশক্ত সড়ক পরিকাঠামো

- আন্তঃরাজ্য সংযোগ আরও মজবুত করতে এই পদক্ষেপ গুলো গ্রহন করবো:
  - ভারতমালা ২.০ প্রকল্পের অধীনে কমলপুর-আমবাসা-গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়ক, উদয়পুর-সোনামুড়া-কুমিল্লা সড়ক, আগরতলা শহর বাইপাসের পশ্চিমাঞ্চলের রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করবো।
  - প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে ৩০০ কিলোমিটারের বেশি রাস্তা তৈরি হবে
- আমরা আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যে সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ₹১,০০০ কোটির বিনিয়োগ সহ ত্রিপুরার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন প্রোগ্রাম চালু করবো
- ভারতীয় পণ্যের বাজারজাত চাহিদা বাড়াতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে সামগ্রিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা আগরতলা এবং ঢাকার মধ্যে সড়কপথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একযোগে কাজ করবো।
- পরিবেশ দূষণ যাতে না হয় সেজন্য শহরাঞ্চলের সমস্ত নতুন রাস্তা বিটুমিন এবং প্লাস্টিকের সংমিশ্রণে তৈরি হবে, এটা আমরা নিশ্চিত করবো।

উন্নত রেলপথ পরিকাঠামো

- আমরা নিম্নলিখিত রেলপথগুলোর নির্মাণ দ্রুত সম্পন্ন করে উদ্বোধন করবো:
  - পেঁচারথল থেকে কৈলাসহর হয়ে ধর্মনগর,
  - কামালপুর,খোয়াই এবং আগরতলা হয়ে ধর্মনগর থেকে বিলোনিয়া
- ধর্মনগরে রেলওয়ে বিভাগ স্থাপনের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করবো
- আমরা সাব্রুম এবং ধর্মনগরের মধ্যে একটি দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করবো।
- জওহর নগর থেকে ডারলন, মায়ানমারের কালে পর্যন্ত মধ্য এশিয়ায় রেলপথে সংযোগ স্থাপনের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একযোগে কাজ করবো।
- দুই রাজধানীর মধ্যে দ্রুত সংযোগের জন্য আমরা গুয়াহাটি-আগরতলা এক্সপ্রেস রেল

পরিষেবা চালু করবো।

- আমরা পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি এবং রেলওয়ে পার্সেল ও ওয়াগন পরিষেবাগুলিকে সচল করার জন্য রোল-অন-রোল-অফ (RORO পরিষেবা) শুরু করবো।

উন্নত বায়ুপথ পরিষেবা

- আমরা কৈলাসহরে গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবো।
- আমরা পচনশীল বস্তুর দ্রুত পরিবহনের জন্য কৈলাসহরে একটি এয়ার কার্গো টার্মিনাল স্থাপন করবো
- এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এবং কার্গো বিমান চলাচলের সুবিধার্থে আমরা প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় হেলিপ্যাড তৈরি করবো।

উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা

- আমরা আরো উন্নত আন্তঃরাজ্য যোগাযোগের জন্য অতিরিক্ত ২০০ টি বাস চালু করবো।
- আমরা ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান বাস পোর্ট প্রোগ্রাম চালু করবো যেখানে পিপিপি মডেলের অধীনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং অত্যাধুনিক পরিকাঠামোতে সজ্জিত একটি বড় বাস ডিপো তৈরি করবো।
- পরিবেশ বান্ধব এবং উন্নত দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরে ত্রিপুরায় ৪০ টি নতুন বৈদ্যুতিক বাস চালু করবো।

সাধারণ সুযোগ-সুবিধা

- আমরা, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একযোগে, ২০২৫ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ অঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে সমস্ত নিবন্ধিত সুবিধাভোগীদের সাশ্রয়ী মূল্যের ঘর সরবরাহ করবো।
- আমরা মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা চালু করবো যাতে নিম্ন আয় সম্পন্ন যারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতার অধীন নন তারাও নতুন ঘর অত্যন্ত কম মূল্যের বিনিময়ে পাবেন।
- আমরা, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একযোগে, ২০২৪ সালের মধ্যে জল জীবন মিশনের অধীনে ত্রিপুরা জুড়ে সমস্ত পরিবারে নল বাহিত জলের পরিষেবা সরবরাহ করবো।
- আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ₹১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবো যাতে ঘরের ছাদে সংগৃহীত বৃষ্টির জল গ্রামীণ পরিবারের মানুষ ব্যবহার করতে পারে।
- আমরা উন্নত বিদ্যুৎ গ্রিড তৈরি করবো গ্রিডের কার্বনের তীব্রতা কমিয়ে বিদ্যুতের ক্ষতির পরিমাণ ১০ শতাংশের কম করে।

গ্রামীণ উন্নয়ন

- গ্রামীণ পরিকাঠামোর আরও উন্নয়নের জন্য আমরা ত্রিপুরা উন্নত গ্রাম তহবিলে ₹৬০০ কোটি বিনিয়োগ করবো যেমন:
  - প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বাস স্টপ শেল্টার তৈরি করে অন্তিম মাইল পর্যন্ত সংযোগ ব্যবস্থা
  - স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে ত্রিপুরার সমস্ত গ্রাম জুড়ে কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স তৈরি হবে
  - সমস্ত গ্রামে ১০০% পাকা নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
  - গ্রামীণ এলাকায় সর্বত্র ব্রডব্যান্ড এবং ওয়াইফাই এর ১০০% পরিষেবা নিশ্চিত করা
- আমরা মুখ্যমন্ত্রী মডেল গ্রাম প্রকল্পের অধীনে ৫৫টি গ্রামকে মডেল গ্রামে পরিণত করেছি। আমরা আরও ১০০টি অতিরিক্ত গ্রামকে মডেল গ্রামে পরিণত করবো।
- আমরা ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনার প্রথম পর্যায়ে সাড়ে চার লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে জীবিকার সন্ধান দিয়েছি। জীবন ও জীবিকার সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় চালু করার মাধ্যমে আমরা আরও ৬ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে সহায়তা করবো।

নগর উন্নয়ন

- কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একযোগে আমরা আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের সমস্ত প্রকল্প ত্বরান্বিত এবং সম্পূর্ণ করবো।
- আমরা আরবান ল্যান্ডস্কেপ রূপান্তরিত করবো জনগণের যানজট মুক্ত জীবন যাত্রার লক্ষ্য নিয়ে এবং আগরতলা সহ অন্যান্য বড় শহরগুলিতে স্যাটেলাইট টাউনশিপ প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ করে তুলব।
- আমরা সব জনপদগুলিকে পরিকাঠামো, যোগাযোগ, স্বচ্ছতা, পরিবহণ এবং জল সরবরাহের সুবিধা সম্পন্ন স্মার্ট টাউন হিসেবে গড়ে তুলব)
- জনসাধারণের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে আমরা কৈলাশহরে একটি আধুনিক বাজার ও একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করবো।
- ত্রিপুরা জুড়ে বাড়িতে, শিল্প ও বাণিজ্যিক ইউনিটের পাশাপাশি যানবাহনে পরিবহণ জ্বালানি সরবরাহ করতে আমরা সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নীতি চালু করবো।
- ত্রিপুরা ইলেকট্রিক ভেহিকেল পলিসি, ২০২২ অনুযায়ী পরিকল্পিত ভাবে বৈদ্যুতিক যান গুলোর সুবিধার্থে পাবলিক ইভি চার্জিং স্টেশন তৈরি করবো।

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ সবার বিকাশ

(অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন)

সকলের কল্যাণ

- তফশিলি জাতি এবং উপজাতিদের উপর বিশেষ জোর দিয়ে সমস্ত যোগ্য ভূমিহীনদের মধ্যে আমরা জমির পাট্টা বিতরণ করবো:
- আমরা আগরতলা সহ অন্যান্য শহর জুড়ে অনুকূলচন্দ্র ক্যান্টিন চালু করবো যেখানে ₹৫ টাকা প্রতি প্লেট দরে দিনে তিনবার ভর্তুকিযুক্ত রান্না করা খাবার পাওয়া যাবে
- আমরা প্রতিমাসে সব যোগ্য পিডিএস সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে চাল এবং গম সরবরাহ করবো
- আমরা পিডিএফ সিস্টেমের মাধ্যমে বছরে চার বার ভর্তুকি দরে ভোজ্য তেল সরবরাহ করবো
- আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একসাথে সকল্যম প্রকল্পের অধীনে ট্রান্সজেন্ডারদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করবো

তফসিলি জাতির কল্যাণ

- আমরা ব্লক স্তরে সুনির্দিষ্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে শেষ মাইল পর্যন্ত কাস্ট সার্টিফিকেট বিতরণ নিশ্চিত করবো এবং কাস্ট সার্টিফিকেট সরবরাহ করবো:
  - নবজাতকের জন্মের সার্টিফিকেট ইস্যু করার ১ মাসের মধ্যে তার পিতা মাতা বা ভাই বোনদের নথিপত্র যাচাই
  - অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটের সাথে আবেদন করার পরে
  - আবেদন জমা করার ১৫ দিনের মধ্যে সমাধান
- আমরা তফশিলি জাতির যোগ্য ছাত্র যারা পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বিনামূল্যে শিক্ষা ও বাসস্থান নিশ্চিত করবো
- আমরা SC এবং ST ছাত্রদের জন্য প্রি ম্যাট্রিক বৃত্তির পরিমাণ দ্বিগুণ করবো
- আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একযোগে, প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনার অধীনে আরও আদর্শ গ্রাম তৈরি করে সমস্ত তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের জন্য আবাস নিশ্চিত করবো
- আমরা তফসিলি জাতির যুবকদের জন্য ট্রেনিং একাডেমি স্থাপন করবো এবং সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে কোচিং প্রদান করবো

অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ

- আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা একটি অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বোর্ড গঠন করবো
- আমরা ঝাড়খণ্ডের দেওঘর এবং উত্তর প্রদেশের গোরখনাথে ভর্তুকিযুক্ত ট্রেন ভ্রমণ, থাকার ব্যবস্থা এবং ভাতা সহ একটি বিশেষ প্যাকেজ চালু করবো।
- আমরা ব্লক স্তরে সুনির্দিষ্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে শেষ মাইল পর্যন্ত কাস্ট সার্টিফিকেট বিতরণ নিশ্চিত করবো এবং কাস্ট সার্টিফিকেট সরবরাহ করবো:
  - নবজাতকের জন্মের সার্টিফিকেট ইস্যু করার ১ মাসের মধ্যে তার পিতা মাতা বা ভাই বোনদের নথিপত্র যাচাই
  - অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটের সাথে আবেদন করার পরে
  - আবেদন জমা করার ১৫ দিনের মধ্যে সমাধান
- আমরা অনগ্রসর শ্রেনীর যোগ্য ছাত্র যারা পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বিনামূল্যে শিক্ষা ও বাসস্থান নিশ্চিত করবো
- আমরা ওবিসি যুবকদের জন্য ট্রেনিং অ্যাকাডেমি স্থাপন করবোএবং সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে কোচিং প্রদান করবো।
-

সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণ

- আমরা সকল সরকারি কর্মচারীদের নগদবিহীন চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য বীমা কার্ড প্রদান করবো
- আমরা পুলিশের কর্মকর্তা সহ সরকারি কর্মচারীদের জন্য আবাসন নির্মাণ, উন্নতি ও মেরামত করবো
- সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন সুবিধা, নগদবিহীন চিকিৎসা সুবিধা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড স্থাপন করবো
- আমরা পার্বত্য অঞ্চলে কর্মরত সরকারি কর্মীদের মনিটারি ইনসেনটিভস প্রদান করবো
- আমরা সপ্তম পে কমিশন অনুযায়ী টিএসআর ব্যাটালিয়নের বেতন বৃদ্ধি করবো

শিক্ষকদের কল্যাণ

- শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া দেখার জন্য আমরা একটি টিচার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড প্রতিষ্ঠা করবো
- আমরা পর্যায়ক্রমে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সব শূন্য পদ পূরণ করবো
- আমরা সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের জন্য আবাসিক কোয়ার্টার স্থাপন করবো
- আমরা সহকারী শিক্ষক থেকে শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পদোন্নতিকে সুব্যবস্থিত করবো। উপরন্তু, শিক্ষায় ক্যাডার

সার্ভিস গঠনের মাধ্যমে ক্যারিয়ারের অগ্রগতির জন্য স্কুল শিক্ষা অধিদপ্তরের পদগুলি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত করবো।

অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণ

- সকল অসংগঠিত শ্রমিকদের ই-শ্রমে রেজিস্ট্রেশন আমরা নিশ্চিত করবো
- আমরা নির্মাণ শ্রমিকদের সরঞ্জাম এবং টুলকিট কেনার জন্য এককালীন ₹৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান দেব
- অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমস্ত শ্রমিকদের মজুরি একটি সময় অন্তর অন্তর সংশোধন আমরা নিশ্চিত করবো
- আমরা সমস্ত অসংগঠিত কর্মীদের শ্রমিক ক্রেডিট কার্ড (S C C) বিতরণ করবোযে যা শ্রমিকদের ₹১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত-মুক্ত ঋণ পেতে সাহায্য করবো
- আমরা সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমা এবং সামাজিক সুরক্ষা বীমা প্রদান করবো
- আমরা সমস্ত রিকশা এবং ই-রিকশা চালকদের সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে তাদের রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করবো।
- আমরা নিশ্চিত করবোযে ধীরে ধীরে ম্যানুয়াল রিকশা থেকে ই-রিকশায় মিশন মোডে স্থানান্তর
-

তাঁতিদের কল্যাণ

- আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা একটি ওয়েভার্স ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করবো
- আমরা আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের তাঁতীদের তাঁত সরবরাহ করবো
- আমরা পূর্বাশা ব্র্যান্ডকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করবোযে যাতে এটি রাজ্যের তাঁতিদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে

সিনিয়র সিটিজেনদের কল্যাণ

- আমরা প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি তীর্থ যোজনা চালু করবোযে যার মাধ্যমে অযোধ্যা, বারাণসী, কৈলাস মানসরোবর, বৈষ্ণোদেবী, তিরুপতি, উজ্জয়িন এবং চারধামযাত্রা,বারাণসী-প্রয়াগরাজ,মথুরা-বৃন্দাবন, হরিদ্বার-আর সারা দেশে শক্তিপীঠ স্থান এবং গুজরাটের সোমনাথ মন্দির দর্শনের জন্য ভর্তুকিযুক্ত ট্রেনের ভ্রমণ, থাকার ব্যবস্থা এবং ভাতা প্রদান করবো
- আমরা বিনামূল্যে ডায়ালাইসিস পরিষেবা প্রদান করবোযে এবং ত্রিপুরা জুড়ে ৭৫ বছরের বেশি বয়সী নাগরিকদের জন্য কার্ডিয়াক-সম্পর্কিত রোগের চিকিৎসা এবং ছানি চিকিৎসার জন্য ভর্তুকি প্রদান করবো

দিব্যাঙ্গ জনদের কল্যাণ

- আমরা বিনামূল্যে সব যোগ্য দিব্যাঙ্গদের একটি করে ট্রাইসাইকেল প্রদান করবো
- আমরা সমস্ত যোগ্য দিব্যাঙ্গদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমা প্রদান করবো
- আমরা শহরাঞ্চলে গৃহহীন দিব্যাঙ্গদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করবো
- আমরা দিব্যাঙ্গ দের সহায়ক ডিভাইস যেমন হুইলচেয়ার, প্রস্থেটিক ডিভাইস, অর্থোটিক ডিভাইস এবং শ্রবণযন্ত্রের জন্য ৫০% ভর্তুকি প্রদান করবো
- আমরা নিশ্চিত করবোযে যে সুগম্য ভারত অভিযানের আওতায় সমস্ত সরকারি ভবন এবং স্কুলগুলি দিব্যাঙ্গদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে গড়ে তোলা হয়েছে।)
- আমরা সারা ত্রিপুরা জুড়ে প্রধান প্রধান শহরগুলিতে অটিজম কাউন্সেলিং সেন্টার তৈরি করবো

উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি এবং পর্যটন

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ

- রাজ্যের লোকনৃত্য, সঙ্গীত এবং থিয়েটারকে জনপ্রিয় করতে এবং তাদের সাথে যুক্ত শিল্পীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমরা এস. ডি বর্মণ পারফর্মিং আর্টস অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করবো
- ত্রিপুরার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য আমরা ট্যুর চালু করবো
- উনকোটিতে অশোকাষ্টমী মেলা উদযাপনের জন্য আমরা ₹১ কোটি পর্যন্ত অনুদান দেব

পর্যটন প্রচার

- একটি প্রধান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ত্রিপুরার প্রচারের জন্য আমরা ₹১,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবোএবং ত্রিপুরার পর্যটন অর্থনীতিকে আরও প্রসারিত করবো
- আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামো এবং পর্যটকদের সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষে উন্নীত করবো
- ত্রিপুরাকে একটি প্রধান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলতে আমরা একটি বিপণন কর্মসূচি চালু করবো
- ১ লক্ষ লোকের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের জন্য আমরা ত্রিপুরা ট্যুরিজম স্কিল মিশন চালু করবো।
- আমরা মাতাবাড়িতে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির, কসবায় কসবেশ্বরী কালী মাতা মন্দির এবং পিলাকের বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করে একটি ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট তৈরি করবো

- আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একযোগে স্বদেশ দর্শনের আওতায় ত্রিপুরার উত্তর-পূর্ব সার্কিটে উনাকোটি, জম্পুই পাহাড়, নীরমহল, পিলাক, আভাংছড়া এবং অন্যান্য জায়গা গুলোর নির্মাণ ত্বরান্বিত করবো

- আমরা উনকোটি এবং পিলাকে ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ সেন্টার স্থাপন করবোএবং সেগুলোকে আন্তর্জাতিক স্থলে রূপান্তরিত করবো

- আমরা ডম্বুর লেকে পর্যটকদের ভ্রমণকে সুবিধাজনক করে তুলতে সেখান থেকে সী-প্লেন পরিষেবা চালু করবো

- আগরতলা, উদয়পুর, উনকোটি এবং পিলাকে বিলাসবহুল রিসোর্টগুলি বিকাশের জন্য আমরা ভর্তুকি এবং করের ছাড় দেব

- আমরা বিশেষ পর্যটন প্যাকেজ চালু করবোএবং সিপাহিজলা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের, গোমতী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে পর্যটন আবাসের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলব

- ত্রিপুরার সমৃদ্ধ চা বাগানের ইতিহাস তুলে ধরতে আমরা বিশেষ প্যাকেজ চালু করবোএবং দুর্গাবাড়ি ও ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগানের কাছে আবাসন সুবিধা তৈরি করবো

- আমরা প্রতিটি জেলায় মডেল পর্যটন গ্রামগুলি চিহ্নিত করবো এবং শিল্পগুলিকে প্রদর্শন করতে এবং রাজ্যে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে তাদের অভূতপূর্ব উন্নয়ন নিশ্চিত করবো

Notes

Notes

ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা

সংকল্প পত্র ২০২৩

ডাউনলোড করতে QR কোড স্ক্যান করুন

পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিন বিজেপিকে জিতিয়ে দিন